بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ মোতাবেক ২৩ ফাতাহ্, ১৩৯৫ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলুম ও অত্যাচার নতুন কোন বিষয় নয়। আর ঐশী জামা'তের বিরোধিতাও নতুন কোন কিছু নয়। শয়তানরা সবাই সম্মিলিত হয়ে এই বিরোধিতা করে থাকে। নবী এবং তাদের মান্যকারীদের সম্বন্ধে আলেম সমাজ এবং নেতারা জনসাধারণের সামনে অদ্ভূত সব কথা বলে থাকে এবং তাদেরকে উত্তেজিত করে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, সব রসূলেরই বিরোধিতা হয়। এমন কোন নবী নেই, যার বিরোধিতা হয় নি। নবীদেরকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যেও পরিণত করা হয়, আর শয়তান তাঁদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিরও চেষ্টা করে। অতএব, জামা'তে আহমদীয়া যে বিষয়ের সম্মুখীন, তা নতুন কিছু নয়। কুরআন শরীফে এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জয়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (সূরা আন্-আম: ১১৩) অর্থাৎ আর মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে বিদ্রোহীদেরকে আমরা সকল নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি। তাদের কতক কতককে প্রতারণামূলক কথার ছলে ওহী করে। অর্থাৎ, প্রতারণামূলক ধ্যান-ধারণা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করে।

আল্লাহ্ তা'লার এই উক্তি আজও একইভাবে সত্য। বিদ্রোহী আলেম সমাজ ধর্মের নামে প্রতারিত করে। আর এভাবে ধোঁকা দিয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। কিছু কিছু জায়গায় নেতারাও তাদের সমর্থনে কাজ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের প্রতি এমন সব কথা আরোপ করা হয়, যেসব কথার কোন অস্তিত্বই নেই, সত্যের সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই। অনুরূপভাবে, জামা'ত সম্পর্কে এরা অন্যান্য যেসব কথা-বার্তা বলে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিয়ে যেসব হাসি-ঠাট্টা করে, এর কথাই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নবীদের সাথে এ সবই হয়ে থাকে। তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যাও বলা হয়ে থাকে, তাঁদেরকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যেও পরিণত করা হয়, তাদেরকে নিয়ে উপহাসও করা হয়। অতএব, এ সব বিরোধিতা এবং আমাদেরকে কষ্ট দেয়া চিরন্তন সত্য একটি বিষয়। এগুলো একজন আহমদীকে তার ঈমানে অধিক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা বলে, আমাদের আহমদীদের উপর যুলুম ও অত্যাচার এখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এখন আমাদেরকে ইটের বদলে পাটকেল মারতে হবে। আর কত দিন আমরা কষ্ট সহ্য করতে থাকব? এমন মানুষ গুটিকতক হলেও কিছু যুবকের মন-মানসিকতাকে এরা বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এরা বলে যে, আমাদের কথা মানানোর জন্য, আমাদের (ধর্মীয়) স্বাধীনতার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা উচিত। এগুলো অজ্ঞতার কথা এবং চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত চিন্তাধারা। এমন মানুষ হয় আবেগের বশবর্তী হয়ে এটি ভুলে বসেছে যে, আমাদের মৌলিক শিক্ষা কী, হযরত

আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী চান, এসব কঠোরতা আর কষ্ট সহ্য করার জন্য তিনি তাঁর জামা'তকে কী নসীহত করেছেন, নতুবা এমন মানুষ সহানুভূতিশীল সেজে জামা'তে বিভেদের সূচনা করতে চায়। জামা'তের উন্নতি দেখে বিরোধীরা বিভিন্নভাবে হামলা করে, হয়তো এটিও তেমনই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার একটি রীতি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বিজয়, সাহায্য এবং উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু তা ইটের বদলে পাটকেল মারার মাধ্যমে নয়, বরং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হবে। এ কথাই তিনি (আ.) আমাদেরকে বার বার বুঝিয়েছেন যে, জামা'তের উন্নতি এবং শত্রুদের ধ্বংস দোয়ার মাধ্যমে আসবে, ইন্‌শাআল্লাহ্। তাই নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষা-সম্মত করে এবং নিজের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে খোদার সামনে বিনত হও। 'শান্তির যুবরাজ' হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কথা ছিল আর তিনি এসেছেনও। তিনি (আ.) তাঁর মান্যকারীদেরকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে, আমার পথ সহজ নয়, এ পথ অনেক বিপদ-সংকুল এবং বন্ধুর। এখানে নিজের আবেগ-অনুভূতিকেও পদদলিত করতে হবে, আর প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতিও সহ্য করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যরা এ পথে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে চলছে। আর আমি যেমনটি বিগত খুতবাগুলোতেও বলেছিলাম, তারা আমাকে লিখেন যে, শত্রুর আক্রমণে আমরা ভীত নই, বরং আমাদের ঈমান পূর্বের চেয়ে দৃঢ়তর হচ্ছে। কিন্তু দু'এক ব্যক্তিও যদি জামা'তী শিক্ষা পরিপন্থি কোন কথা বলে, তাহলে তা আসলে নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টিরই নামান্তর এবং শত্রুকে নিজেদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার আরো সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, বিশেষ করে যখন এমন কথা হোয়াটস্ অ্যাপ, টুইটার কিংবা ফেসবুক অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। অতএব, বিরোধীদের যুলুম, অন্যায় এবং বর্বরতার প্রত্যুত্তরে আমরা এই শিক্ষারই অনুসরণ করে আসছি যে, আমরা পাল্টা কোন অন্যায় ও বর্বরতা প্রদর্শন করব না। আমরা এমন হীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব না আর অস্ত্রের মাধ্যমেও কোন সরকারের আমরা মোকাবিলা করব না। আমাদের মোকাবিলা হবে দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, খোদার সাহায্য এবং তাঁর স্নেহ পেতে হলে শত্রুর আক্রমণ ও সীমালঙ্ঘনের উত্তর সেভাবে দেবে না, বরং ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করতে হবে, তবেই আমরা সফলতা লাভ করব। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রথমে তিনি একটি ফার্সী পঙক্তি লিখেছেন,

عزیزاں بے خلوص وصدق نہ کشایند راہے را

مصفا قطرہ باید کہ تا گوہر شود پیدا

অর্থাৎ **হে প্রিয়ভাজন! নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছাড়া সেই মর্যাদা লাভ হয় না। স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার বিন্দুতে পরিণত হও, যেন সেই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বিন্দু থেকেই মনি-মুক্তো সৃষ্টি হয়।**

তিনি (আ.) বলেন, **"হে আমার বন্ধুগণ! যারা আমার হাতে বয়আত করেছ! খোদা তা'লা আমাকে এবং তোমাদেরকে সেসব কাজ করার তৌফিক দিন, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আজকে তোমরা সংখ্যায় স্বল্প, তোমাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয় আর তোমরা এক পরীক্ষার**

সম্মুখীন। আদি থেকে খোদার এই রীতিই চলমান যে, চতুর্দিক থেকে চেষ্টা করা হবে যেন তোমরা হোঁচট খাও। আর সকল অর্থে তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন প্রকার কথা তোমাদেরকে শুনতে হবে। যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে অথবা হাতের মাধ্যমে তোমাদেরকে দুঃখ বা কষ্ট দেবে, এমন প্রত্যেকই মনে করবে, সে ইসলামেরই সেবা করছে।"

আমাদের বিরোধীদের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই তারা আমাদের বিরোধিতা করে। মৌলভীরা তাদের মাথায় এ কথা বদ্ধমূল করে রেখেছে যে, আহমদীদের বিরোধিতা করা ইসলামের অনেক বড় এক সেবা।

তিনি (আ.) বলেন, এসব মানুষ মনে করে, তারা ইসলামেরই সেবা করছে। তিনি (আ.) আরো বলেন, **"তোমাদের উপর কিছু ঐশী পরীক্ষাও আপতিত হবে, তোমাদেরকে সর্বোতভাবে পরীক্ষা করা হবে। অতএব, এখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুন! তোমাদের বিজয়ী এবং জয়যুক্ত হওয়ার পথ এটি নয় যে, শুষ্ক যুক্তির আশ্রয় নিবে বা উপহাসের মোকাবিলায় উপহাস করবে, আর গালির প্রত্যুত্তরে গালি দিবে। কেননা, এ পন্থা অবলম্বন করলে তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে আর তোমাদের ভিতর শুধু কথার বড়াই অবশিষ্ট থাকবে। এ বিষয়টি খোদা তা'লা ঘৃণা করেন এবং অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখেন। অতএব, নিজেদের উপর দু'টো অভিশাপকে তোমরা আমন্ত্রণ জানাবে না, একটি সৃষ্টির অভিশাপ, অপরটি খোদার।** (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪৬-৫৪৭)

অতএব, আমাদেরকে তো এ শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে আর এই দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা গালির উত্তরও গালির মাধ্যমে দিব না আর নৈরাজ্যের উত্তরে নৈরাজ্যও সৃষ্টি করব না। আর নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়ার মাধ্যমেও আমরা উত্তর দিব না। কিন্তু প্রায় সময় যা দেখা গেছে তা হল, পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে বৈধভাবেও যদি আমরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেই, তবে আইন আমাদের সমর্থন না করে অত্যাচারীকেই সমর্থন করে থাকে। নির্যাতিত আহমদী বন্দীদের জামিনও এই কারণেই হয় না যে, আদালত মৌলভীদের সামনে অসহায়। আদালতের বাহিরে দণ্ডায়মান মৌলভী আদালতে এ সংবাদ পাঠায় যে, যদি জামিন হয়, তাহলে তোমাকে এক হাত দেখে নিব। তাই, অধিকাংশ বিচারক এ কারণে ভয়ের বশবর্তী হয়ে জামিনের শুনানীর জন্য পরবর্তী তারিখ দিয়ে দেয়, আর সিদ্ধান্ত দেয় না। অতএব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও আমাদের সঙ্গ দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয় আর আইনও ইনসাফ করার জন্য প্রস্তুত নয়। অপরদিকে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করাও আমাদের শিক্ষা পরিপন্থী। তাই, একটি মাত্র পথই বাকি থাকে, আর তা হল, খোদার দ্বারে ধরনা দেয়া এবং দোয়াকে পরম পর্যায়ে পৌঁছানো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"দোয়া করা এবং তা গৃহীত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে প্রায়শ পরীক্ষার পর পরীক্ষা এসে থাকে, আর এমন সব পরীক্ষা আসে, যা কোমর ভেঙে দেয়। কিন্তু অবিচল ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী নেক প্রকৃতির মানুষ এমন পরীক্ষা এবং সমস্যার মাঝে নিজ প্রভুর পুরস্কারের সৌরভ পায় এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দেখে যে, এরপর সাহায্য আসতে যাচ্ছে। এসব পরীক্ষা আসার পিছনে একটি রহস্য হল, এতে দোয়ার জন্য এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস হৃদয়ে দানা বাঁধে। কেননা, ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠা যত বৃদ্ধি পাবে, হৃদয় ততই বিগলিত হবে আর এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণগুলোর একটি।"** মানুষ যত বেশি কাঁদবে ও আহাজারি করবে, তার

হৃদয় ততই বিগলিত হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করেন। তাই তিনি বলেন, "কাজেই, মনোবল হারানো উচিত নয়, আর অধৈর্য এবং ব্যাকুলতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয়।" **(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৪-৪৩৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

অতএব, এটি আমাদের একটি গুরু-দায়িত্ব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই দোয়া কবুল এবং গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমি কি সেই মার্গের দোয়া করেছি, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান? আমরা কি জাগতিক উপায়-উপকরণের প্রতি চেয়ে থাকার পরিবর্তে হৃদয়কে বিগলনের সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি, যে পর্যায়ে পৌঁছলে দোয়া গৃহীত হয়? এসব মানদণ্ডের খবর কেবল আল্লাহ্ তা'লাই রাখেন। আমরা চেষ্টা করলেও তা জানতে পারবো না। অতএব কেউ বলতে পারে না যে, আমি এই মানে পৌঁছে গেছি কিন্তু তবুও কিছু অর্জিত হয় নি আর দোয়া গৃহীত হয় নি, কেননা কোন্ মানের দোয়া হচ্ছে, তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

আমাদের কাজ হল, ধৈর্য এবং দোয়ার সাথে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখা। আমাদের কেউ অধৈর্য হলে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। যারা কষ্টের মাঝে রয়েছে, অর্থাৎ যে সমস্ত দেশে মানুষ কষ্টের সম্মুখীন, বিশেষ করে পাকিস্তানে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি ধৈর্য ধারণ করে আছেন এবং দোয়া করছেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঈমানের ক্ষেত্রেও তারা দৃঢ়। কিন্তু যারা দূরে বসে আছে আর বাহ্যত যাদের কোন কষ্ট নেই, তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কথা বলছে। অতএব, নিজ ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা থাকলে তাদের উচিত হবে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "কেউ যদি গালি দেয়, তাহলে আমাদের অভিযোগ হবে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে, অন্য কোন আদালতে নয়। কিন্তু একই সাথে মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াও আমাদের দায়িত্ব। **(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃঃ ২৮)**

তাই গালি শুনেও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। অতএব, সরাসরি কষ্টের সম্মুখীন হোক বা না হোক, আমাদের সবার উচিত হবে, ধৈর্য এবং দোয়ার আঁচল দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা, আর এটিই ঈমানের পরিচয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পথে চলা যে সহজ ব্যাপার নয়, সে কথা বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **"অতএব, কেউ যদি আমার পথে চলতে না চায়, তাহলে তার উচিত, আমাকে পরিত্যাগ করা। আমি জানি না, আমাকে কোন্ ভয়ংকর জঙ্গল এবং কন্টকাকীর্ণ মরু-অঞ্চল অতিক্রম করতে হবে। অতএব, যাদের পা দুর্বল, তারা আমার সাথে এসে কেন নিজেদেরকে সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়? যারা আমার, তারা আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্যার কারণেও নয় আর মানুষের গালমন্দের কারণেও নয়। আর কোন আসমানী পরীক্ষা এবং সমস্যার কারণেও নয়। আর যারা আমার নয়, তারা অযথাই বন্ধুত্বের দাবি করে। কেননা, তাদেরকে অচিরেই পৃথক করা হবে। তাদের পরের অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে শোচনীয় হবে। আমরা কি ভূমিকম্পে ভয় পেতে পারি? আমরা কি খোদার পথে পরীক্ষা দেখে ভয় পেতে পারি? আমরা কি আমাদের প্রিয় খোদার কোন পরীক্ষায় তাঁকে ছাড়তে পারি? মোটেই নয়। কিন্তু এমনটি শুধু তাঁর কৃপা এবং করুণার মাধ্যমেই হবে। অতএব, যারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার, তারা যেন পৃথক হয়ে যায়। তাদেরকে**

বিদায়ের সালাম। কিন্তু স্মরণ রাখবে! কু–ধারণা পোষণ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কখনো ফিরে আসলেও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তাদের সেই সম্মান থাকবে না, যা বিশ্বস্ত লোকদের হয়ে থাকে। কেননা, কু–ধারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক বা দাগ অনেক গভীর হয়ে থাকে।" (আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩-২৪)

মু'মিনের তাকওয়ার মান অনেক উঁচু হয়ে থাকে এবং শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা সকল প্রকার কষ্টের মোকাবিলা করে এবং শত্রু প্রদত্ত কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অন্যের পক্ষ থেকে কষ্ট এবং দুঃখ পাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে না, বরং শান্তির দূত হিসেবে বিরাজ করে। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে পুনরায় তিনি (আ.) বলেন:

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! মুত্তাকী মু'মিনের হৃদয়ে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি বিরাজ করে না। মু'মিনের তাকওয়ার মান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই কারো শাস্তি বা কষ্ট পাওয়াকে সে অপছন্দ করে।" তাকওয়া বৃদ্ধি পেলে সহানুভূতিও বাড়তে থাকে। আর শত্রুদের জন্যও শাস্তি এবং কষ্টকে পছন্দ করে না। তিনি (আ.) বলেন, **"মুসলমান কখনো বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারে না।"** সত্যিকার মুসলমান বিদ্বেষপরায়ণ হয় না, তবে হ্যাঁ! **"অন্যান্য জাতি এতটা বিদ্বেষপরায়ণ হয় যে, তাদের হৃদয় থেকে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ কখনো দূর হয় না, সব সময় প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজে। কিন্তু আমরা দেখি যে, আমাদের বিরোধীরা আমাদের সাথে কী ব্যবহার করছে? এমন কোন দুঃখ এবং কষ্ট নেই, যা তারা দেয় নি। এ সত্ত্বেও আমরা তাদের সহস্র সহস্র ভ্রান্তি ক্ষমা করার জন্য এখনো প্রস্তুত। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ, স্মরণ রেখো! তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, আর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার সাথে পুণ্য কর।"** (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

অন্যান্য মুসলমান নেতৃত্বহারা। এ কারণে তাদের মাঝে বিভেদ আর বিকৃতি দেখা দিচ্ছে এবং তাকওয়ার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা আহমদী মুসলমান, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা একজন নেতা দান করেছেন, তাদের প্রতিটি কর্ম ইসলামী শিক্ষাসম্মত হওয়া উচিত। আর আমাদের প্রতিটি কথা তাকওয়াভিত্তিক হওয়া উচিত। আবেগ উচ্ছ্বাসের সাময়িক আতিশয্য আমাদের সব সময় এড়িয়ে চলা উচিত। আমাদের হৃদয়কে আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত যে, এতে কতটা তাকওয়া রয়েছে।

এরপর তাকওয়া কী আর প্রকৃত তাকওয়ার চিহ্ন কী এবং একজন পুণ্যবান ও মুত্তাকীর প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত, এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"প্রকৃত তাকওয়া এবং অজ্ঞতা সহাবস্থান করতে পারে না। প্রকৃত তাকওয়া নিজের সাথে এক জ্যোতি রাখে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (সূরা আল্ আনফাল: ৩০) وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ (সূরা আল্ হাদীদ: ২৯) **অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি মুত্তাকী হওয়ার পর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক, আর খোদার জন্য তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল থাক, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে এক পার্থক্য সৃষ্টি করে দিবেন। এ পার্থক্যটি হল, তোমাদেরকে এক জ্যোতি দেয়া হবে, যে জ্যোতির কল্যাণে তোমরা সব পথ অতিক্রম করে যাবে। অর্থাৎ, সেই আলোয় তোমাদের সকল কথা, কর্ম, শক্তি-বৃত্তি এবং ইন্দ্রীয় আলোকিত হবে।"** (প্রতিটি কথা ও কর্ম নূর প্রাপ্ত হবে।) **"তোমাদের মন-মস্তিষ্ক আলোকিত**

থাকবে, তোমাদের অনুমান ভিত্তিক কথার মাঝেও নূর থাকবে। তোমাদের চোখেও নূর হবে। আর তোমাদের কান, জিহ্বা, বক্তব্য, তোমাদের গতি ও স্থিতি সব কিছুর মাঝেই নূর থাকবে। আর যে পথে তোমরা চলাফেরা করবে, সেই পথ জ্যোতির্মন্ডিত হবে। বস্তুত তোমাদের যত পথ আছে, তোমাদের শক্তি-বৃত্তির পথ, তোমাদের ইন্দ্রীয়ের পথ, এক কথায় সবই নূর বা জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।" (অর্থাৎ, হাত, পা, দেহ, যা-ই তোমরা সঞ্চালিত করবে, তা হয় নূর ধারণের জন্য হবে, নতুবা নূরের প্রসারের জন্য। তোমাদের চিন্তাধারা হবে একান্তই আলো বিচ্ছুরণকারী এবং আলোতে পরিপূর্ণ।) **"তোমরা হবে নূরের বীমূর্ত প্রতীক।"** **(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭-১৭৮)**

অতএব, আমাদের কথায় যদি অন্যদের মত কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত আবেগ-উচ্ছ্বাস থাকে, তাহলে এটি তাকওয়া নয়। আমাদের কর্ম যদি ইসলামী শিক্ষা-সম্মত না হয়, তাহলে এটি তাকওয়া নয়। আমাদের কথা এবং কর্মে যদি ঐশী নূরের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, তাহলে আমাদের তাকওয়া নিয়ে ভেবে দেখতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা যুগ ইমামের প্রদর্শিত নসীহত এবং দিক-নির্দেশনা অনুসরণ না করলে সেই আলো থেকে আমরা দূরেই ছিটকে পড়ব, যা এই আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের লাভ হওয়ার কথা। অতএব, প্রথমে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের তাকওয়ার মান এত উন্নত হওয়া চাই যেন আমরা খোদার নূর দেখতে পাই, আমাদের দোয়া যেন বিগলনের সেই স্তরকে স্পর্শ করে, যা একজন সত্যিকার দোয়াকারীর থাকা উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লা যা চান, তা হল- আমাদের মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন নিকটেই রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে দেশও দিবেন এবং আমাদের জন্য ভূমিকেও সমতল করবেন, ইনশাআল্লাহ্। যদি এর বাইরে থেকে আমরা কিছু অর্জন করতে চাই, তাহলে কিছুই লাভ হবে না। আমাদের সামনে সেসব সংগঠনের উদাহরণ রয়েছে, যারা ইসলামের নামে আর অঢেল সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে কোটি কোটি ডলার খরচ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু নৈরাজ্য, যুলুম ও বর্বরতা ছাড়া তাদের পক্ষে আর কিছুই দেখানো সম্ভব হয় নি। সাময়িকভাবে কোন অঞ্চল দখল করে থাকলে, তা-ও তাদের হাত থেকে ফসকে গেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের জন্য তারা কলঙ্ক বলেই আখ্যায়িত। তারা পৃথিবীতে ইসলামকে দুর্নাম করছে, কেউ তাদেরকে ইসলামের সেবক আখ্যা দেয় না। এখন ইসলামসেবা ও এর প্রচার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই অদৃষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই এবং তাঁর জামা'তের মাধ্যমেই তা হবে। আর এটি তখনই সম্ভব, যদি আমরা খোদার প্রেরিত এই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। নতুবা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের কাছে সেই শক্তি-সামর্থ্যও নেই আর উপায় উপকরণও নেই যে, আমরা কিছু অর্জন করব। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করি, আমাদের হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করি এবং আমাদের দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছাই, তাহলে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনের বরাতে বলেছেন, আমাদেরকে সেই জ্যোতি ও শক্তি প্রদান করা হবে, যার মোকাবিলা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিও করতে পারবে না। খোদার আরেকটি উক্তি হল, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (সূরা আল্-হুজুরাত: ১৪) অর্থাৎ, খোদার দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াশীল। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, খোদা তা'লা কি (নাউযুবিল্লাহ) ভুল বলেছেন? এক দিকে তিনি মুত্তাকীদের সম্মানিত বলবেন, অপর দিকে দুনিয়ার লোকদের সামনে তাদেরকে

লাঞ্ছিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন, এটা কি হতে পারে? মোটেই নয়। এটি সত্য কথা যে, নবী এবং তাদের জামা'তকে জগৎ-পূজারীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন সকল ক্ষেত্রে শত্রু নিজেই কি বিফল ও ব্যর্থ হয় নি? প্রত্যেক ব্যক্তি, যে জামা'তের উন্নতির পথে বাধ সাধার জন্য দাঁড়িয়েছে বা উন্নতির পথে যে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর ফলে কি জামা'ত আরো অধিক প্রসার লাভ করে নি? বিরোধিরা অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র করেছে, বাহির থেকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু জামা'ত উন্নতির রাজপথ পাড়ি দিয়ে আজ পৃথিবীর ২০৯টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা যদি আমাদের এক জায়গায় প্রতিহত করার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অন্য দশটি স্থানে পূর্বের চেয়ে অধিক প্রসার লাভের উপকরণ এবং সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন, তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী একজন সাধারণ মানুষকেও আমি সম্মান না দিয়ে পরিত্যাগ করি না। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, যে ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন আর গত সোয়াশ' বছর ধরে যার সমর্থনে আমরা ঐশী সাহায্য ও সহযোগিতা দেখতে পাচ্ছি, এখন বাকী প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করা ছাড়াই এবং তাঁর জামা'তকে সম্মান না দিয়েই আল্লাহ্ তা'লা পরিত্যাগ করবেন! এটি কখনোই হতে পারে না। কিন্তু যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এই সব কিছু দৃঢ়চিত্ততা এবং অবিচলতার মাধ্যমে লাভ হবে, এটি হল শর্ত। আমরা যদি অবিচলতার সাথে খোদার আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখি, তাহলে আমরা শত্রুর ধ্বংসও দেখতে পাব, ইনশাআল্লাহ্। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"যদি তোমাদের জীবন, তোমাদের মৃত্যু, তোমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড এবং তোমাদের কোমলতা ও কঠোরতা" (অর্থাৎ, তোমাদের প্রসন্নতা এবং উষ্মা) **"শুধুমাত্র খোদার জন্য হয়"** (ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি রাগান্বিত হবে না বা জাগতিক কোন কিছু দেখে আনন্দিত হবে না, বরং সব কিছুই যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়) তিনি (আ.) বলেন, **"আর প্রত্যেক তিক্ততা ও সমস্যার সময় তোমরা খোদার পরীক্ষা না নিয়ে এবং খোদার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন না করে যদি এগিয়ে যাও, তাহলে আমি সত্য-সত্যই বলছি, তোমরা খোদার এক বিশেষ জাতিসত্তায় পরিণত হবে। তোমরাও মানুষ, যেমনটি কিনা আমি, আর তিনিই আমার খোদা, যিনি তোমাদেরও খোদা। অতএব, নিজেদের পবিত্র শক্তি-নিচয়কে নষ্ট করো না। তোমরা যদি পুরোপুরি খোদার প্রতি বিনত হও, তাহলে জেনে রেখো! আমি খোদার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে বলছি যে, তোমরা খোদার এক মনোনীত জামা'তে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নাও, তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি কেবল মৌখিকভাবে নয়, বরং ব্যবহারিকভাবেও কর, যেন খোদাও ব্যবহারিকভাবে নিজ স্নেহ এবং অনুগ্রহ তোমাদের জীবনে প্রকাশ করেন।"** (আল্ ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৩০৮)

অতএব, আমাদের সকলের জন্য নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করা প্রয়োজন। যারা দুর্বল, তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ করে, যারা নিজেদেরকে নেকী বা পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী মনে করে তাদেরও এ ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ অনুসন্ধান করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, কে উত্তম, আর আমরা আমাদের লক্ষ্য কতটা অর্জন করেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একস্থানে স্থির এবং স্থবির দেখতে চান না। কারো এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, আমি এখন ভালো হয়ে গেছি আর পুণ্যে এগিয়ে যাচ্ছি বা সব পুণ্য অর্জিত হয়ে গেছে। নিজেদের মান উন্নত করার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন আমার এই জামা'তকে এ সংবাদ দেই যে, যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যার সাথে জাগতিকতার কোন মিশ্রণ নেই, যেই ঈমান কপটতা এবং ভীরুতায় কলুষিত নয় এবং আনুগত্যের যে কোন মানে নিম্নগামী নয়, এমন মানুষ খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদের পদচারণাই নিষ্ঠাপূর্ণ।"** **(আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)**

অতএব, এই নিষ্ঠাপূর্ণ পদচারণাই আমাদের প্রয়োজন, যেন আমরা সেই সব বিজয়ের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করি, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত, যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এই পরীক্ষার যুগের অবসান একদিন অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের জন্য আমাদের তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি করা এবং ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে থাকা প্রয়োজন। নিশ্চয় খোদা তা'লা এ যুগে এই জামা'তকে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, পৃথিবীতে ইসলামের নাম যেন সমুন্নত হয় এবং ইসলামের প্রসার ঘটে। আর ইসলাম যেন সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, জামা'ত উন্নতি করবে, প্রসার লাভ করবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। পৃথিবীর কোন শক্তিই এ জামা'তকে ধ্বংস করতে পারবে না।

তিনি বলেন, **"এটি মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের বিনাশ করবেন,** (অর্থাৎ খোদা তোমাদের ধ্বংস করবেন, এমনটি মনে করো না) **তোমরা খোদার হাতে বপিত এক বীজ বিশেষ, যা ভূপৃষ্ঠে বপিত হয়েছে। খোদা তা'লা বলেন, এই বীজ অঙ্কুরিত হবে ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং চতুর্দিকে এর শাখা বিস্তার লাভ করবে আর এটি এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হবে।"** **(আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)**

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমাদের সকলেই যেন এই মহীরূহের ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়। নিজ জামা'তের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেসব প্রত্যাশা রয়েছে, তা যেন আমাদের সত্তায় পূর্ণ হয়, আমরা যেন তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি। দোয়া এবং ধৈর্যের মাধ্যমে শত্রুর প্রতিটি আক্রমণকে যেন আমরা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ প্রমাণ করতে পারি।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি মালেক আইয়্যুব আহমদ সাহেবের পুত্র মালেক খালেদ জাভেদ সাহেবের জানাযা। তিনি চকওয়াল জেলার দুলমিয়াল-এর অধিবাসী ছিলেন। মালেক খালেদ জাভেদ সাহেব ২০১৬ সনের ১২ ডিসেম্বর তারিখে ৬৯ বছর বয়সে চকওয়ালের দুলমিয়ালস্থ মসজিদে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। বিস্তারিত সংবাদ হল, ২০১৬ সনের ১২ ডিসেম্বর মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল বিরোধিরা চকওয়াল জেলার দুলমিয়ালে অনেক বড় মিছিল বের করে আর পরিকল্পনা অনুসারে নির্ধারিত রুট পরিবর্তন করে আহমদীয়া মসজিদে হামলা চালায়। মসজিদের বাহিরে এসে উস্কানিমূলক শ্লোগান এবং ইট-পাটকেল ছোঁড়া আরম্ভ করে, মসজিদের গেইট ভাঙা শুরু করে। সেখানে আমাদের জামা'তের সদস্যদের মাঝে খালেদ সাহেবও ছিলেন। মরহুমের পরিবারের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে এর পূর্বে কখনো তার হৃদরোগ ছিল না, কোন সময় ঔষধও খান নি আর কোন সময় হৃদরোগের চিকিৎসাও নেন নি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন আর বিরোধীরা যখন হামলা করছিল, তখন বারবার একটি কথাই পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন নোংরা এবং এত অপবিত্র ভাষা আমার জন্য সহ্য করা সম্ভব না, আর এ

কথা বলতে বলতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। বাইরে সহস্র সহস্র উত্তেজিত মানুষের ভীড় এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে খালেদ জাভেদ সাহেবকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই অবস্থাতেই খালেদ জাভেদ সাহেব ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদী শ্রদ্ধেয়া মানূবি সাহেবার মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী করমদাদ সাহেবের ভাগ্নি ছিলেন, যিনি দুলমিয়াল জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা আহমদীদের একজন।

পাকিস্তানে যেহেতু বিধি-নিষেধ রয়েছে, তাই যারা রিপোর্ট পাঠান, তারা সাহাবীকে রফিক এবং মসজিদকে দারুয্ যিকর লিখে থাকেন। তাদের এই রিপোর্ট যারা আমাকে অফিসে টাইপ করে দেয়, তাদের এগুলো সংশোধন করে দেয়া উচিত, সঠিক ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম জন্মসূত্রে আহমদী আর উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আনুগত্যের পাশাপাশি খিলাফতের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা তার উন্নত বৈশিষ্ট্য ছিল। পাঁচ বেলার নামায ছাড়াও তিনি তাহাজ্জুদ এবং উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। জীবিকার তাগিদে ২০ বছর বা দীর্ঘ সময় তিনি শারজায় বসবাস করেন এবং ২০ বছর পূর্বে দুলমিয়ালে ফিরে আসেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তার বেশিরভাগ সময় মসজিদেই অতিবাহিত হতো। বিভিন্ন জামা'তী দায়িত্ব পালন, মসজিদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য জামা'তী বিষয়ে তিনি সব সময় অগ্রগামী থাকতেন। কুরআনের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তার এক পুত্র সালমান আইয়্যুব সাহেবকে কুরআনের হাফেয বানিয়েছেন, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন হিসেবে জামা'তের খেদমত করছিলেন, এছাড়াও বিভিন্ন পদে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী আযরা বেগম সাহেবা ছাড়াও দু'জন পুত্র, যুক্তরাজ্য প্রবাসী সালমান খালেদ সাহেব এবং হাফেয সোবহান আইয়্যুব সাহেব এবং দু'কন্যা নিদা মরিয়ম ও হেরা মরিয়ম-কে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির মাঝেও এসব পুণ্যকে জারী রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত